দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 07 AUG 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

আলেম ওলামাদের দাবি আদায়ে নেতৃত্ব দেয় জমিয়াতুল মোদাররেছীন

□ তালুকদার হারুন

দেশে একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রস্তাবিত 'ইসলামী আরবি অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় আইন' সংশোধন করে 'ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' করা প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ আইনের অনুমোদন দেয়া হয়। দেশে মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ ও উন্নতিসাধন এবং এর গুণগত মান উন্নয়নে এই স্বতন্ত্র 'ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন দীর্ঘদিন যাবত এ ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

মন্ত্রিসভা বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা সাংবাদিকদের বলেন, ফাজিল ও কামিলসহ উচ্চ পর্যায়ের মাদরাসা শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত এ আইনের খসড়াটি এখন মতামতের (ভেটিং) জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। তাদের মতামতসহ খসড়াটি শিগগিরই চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় তোলা হবে। সচিব বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে এ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাফিলিয়েটিংয়ের (অধিভুক্তির) কাজ করবে। তবে এর নামের সঙ্গে 'অ্যাফিলিয়েটিং' শব্দটি রাখা 'অযৌক্তিক' মনে করেছে মন্ত্রিসভা। এজন্য নাম সংশোধন করে 'ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' করা হয়েছে। এদেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখের শতবর্ষের দাবি ও প্রত্যাশার বাস্তবায়ন হচ্ছে এই ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। গত বছরের ২০ এপ্রিল বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের নেতৃবৃন্দের সাথে এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ দেশের মাদরাসা শিক্ষক/কর্মচারীদের একক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় দেশে

পৃঃ২ কঃ১

ইসলামী আরাব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একটি ইসলামী আরবি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মাদরাসা শিক্ষার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আমার সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা মনে করি ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণে নতুন একটি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে। ৬ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির আহ্বায়ক করা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবকে (বিশ্ববিদ্যালয়)। এ কমিটিকে নতুন আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্বাচন ও খসড়া আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেয়া হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন যুগ্ম সচিব (কারিগরি ও মাদরাসা), মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধি ও জমিয়াতুল মোদাররেছীনের মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা সাব্বির আহমেদ মোমতাজী। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত আইন সংশোধন, বিয়োজন ও সংযোজন এবং আইনটিকে আরও যথাযথ ও চূড়ান্তকরণের জন্য আরও দু'টি কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে প্রধান করে একটি কমিটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় জনবল ও আর্থিক সংশ্লেষ নির্ধারণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাদরাসা ও কারিগরি)কে আহ্বায়ক করে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়।

জানা গেছে, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে আলেম ওলামাদের আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ৪০ বছর ধরে। মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৩৯ সালে যুক্তবাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কলকাতা আলিয়া মাদরাসার এক সভায় আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। ১৯৫১ সালে মওলানা আকরাম খাঁ কমিশন, ১৯৫৬ সালে আশরাফ চৌধুরী কমিটি, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান কমিটি এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। ১৯৬৩ সালে মোয়াজ্জম কমিশন, ১৯৬৬ সালে হামিদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৯ সালে নূর খান কমিশন, ১৯৭০ সালে 'দি নিউ এডুকেশন পলিসি অব গভঃ অব পাকিস্তান-৭০' নামে শিক্ষা কমিটি গুরুত্বের সাথে আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা সুপারিশ করে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ডঃ কুদরতে খুদা কমিশনে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। ২০১০ সালের প্রণীত জাতীয় শিক্ষা নীতিতে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনে স্বতন্ত্র আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়।

আইনের বিধান অনুযায়ী ফাজিল স্নাতক ও কামিল স্নাতকোত্তর পর্যায়ের মাদরাসার অধিভুক্তি, স্বীকৃতি, পাঠদানের অনুমোদন ও বাতিলের ক্ষমতা থাকবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। মাদরাসার জ্ঞানের বিকাশ, বিস্তার ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থা করবে বিশ্ববিদ্যালয়। এর পাশাপাশি মাদরাসার শিক্ষকদের বুনিয়াদি, চাকরিকালীন এবং গবেষণামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করবে এবং নির্ধারিত বিধি-নিয়ম অনুসারে কোন নির্দিষ্ট কোর্স অনুসরণ ও শিক্ষা কার্যক্রম সমাপন করেছে এরূপ সকল ব্যক্তিকে ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট প্রদান করবে। সংবিধি অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রি ও অন্যান্য সম্মানও প্রদান করবে। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাদরাসার শিক্ষকের পদ এবং অন্যান্য পদ প্রবর্তন করে ওই সকল পদে নিয়োগ প্রদান করবে। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় বা বিখ্যাত কোন মাদরাসার একাডেমিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষকদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান এবং একাডেমিক ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ক্ষেত্রে ফেলোশিপ, পদক ও পুরস্কার প্রবর্তন ও প্রদান করবে। বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা মাদরাসাসমূহের ফিস নির্ধারণ করবে। শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতির জন্য জার্নাল প্রকাশ করবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত। মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত থাকবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অনুষদ কিংবা অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে যে কেউ উচ্চতর গবেষণা করতে পারবে। ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট প্রদান সংক্রান্ত সকল স্বীকৃত শিক্ষাদান, মাদরাসা এবং এর কেন্দ্র দ্বারা এককভাবে বা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় পরিচালিত হবে।